গাংনীতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

গাংনী সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাথর, বালু ও রডের মান নিম্ন। তাছাড়াও পাথর বালুর মিশ্রণ সঠিক নয়। এ সব অনিয়মের কারণে মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের এমপি সাহিদুজ্জামান নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেও ছায়াশক্তির বলে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। তবে সঠিকভাবে ও সমঝোতার মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লোকজন।

জানাগেছে, সারা দেশের ন্যায় স্থানীয় যুবসমাজকে খেলামুখি করতে ও জনগনের দাবীর মুখে সরকার সাহারবাটি ফুলবল মাঠে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়। উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের(২য় পর্যায়) আওতায় মোট পাঁচ কোটি ৫২ লাখ ২২ হাজার ৯৯৯ টাকা ব্যায়ে এ নির্মাণ কাজ পান ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এসএস অ্যান্ড এমটি জয়েন্ট ভেন্সার (জেভি) । যা বাস্তবায়নে রয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। আর এর স্থানীয়ভাবে দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন উপজেলা প্রশাসন। কাজ শুরুর প্রথম থেকেই নিম্নমানের রড পাথর ও বালু ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে।

বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনে যান এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি কাজে অনিয়ম ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের প্রমাণ পান। এসময় তিনি কাজ বন্ধ রাখাসহ নিম্নমানের সামগ্রী সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন।

কয়েকদিন পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আবারো কাজ শুরু করেন ওই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে। সাদা পাথরের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে কালো পাথর যা অত্যন্ত নিম্নমানের। এছাড়াও যে সমস্ত সাদা পাথর স্তুপ রাখা হয়েছে তা ব্যবহারে অযোগ্য। ২.৫ এফএম বালু ব্যবহার করার নির্দেশনা থাকলেও লোকাল বালু ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই সাথে মিশ্রণটি সঠিক পরিমাপের নয়। স্থানীয় লোকজন একাধিকবার অভিযোগ করলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কোন কর্ণপাত করছেন না।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, লোকাল বালুর সাথে সিমেন্ট ও পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। ফান্না ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও বাশের তৈরী ঝুড়ি ব্যবহার করায় পাথর বালু ও সিমেন্টের পরিমাপ আনুপাতিকহারে সঠিক হচ্ছে না। তাছাড়া রডের ব্যবহার হচ্ছে নিম্ন মানের। এর পরিমাপও সঠিক নয়। বালু ওয়াশ করার করা থাকলেও তা করা হচ্ছে না। ধুলা মিশ্রিত বালু ব্যবহার হচ্ছে।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কয়েকজন জানান, কাজ শুরুর প্রথম দিকে যে রড বালু ও পাথর আনা হয়েছিল তা নিম্নমানের হওয়ায় এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন নির্মাণকাজ দেখতে আসেন এবং অনিয়মের কথা বলে মালামাল সরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। এর মধ্যে ওই পাথর বাদ দিয়ে কালোপাথর দিয়ে কাজ শুরু করতে বলায় নতুন করে কালো পাথর আনা হয়েছে কিন্তু কালো পাথর ব্যবহারের নির্দেশনা নেই। তবে ব্যবহারের অযোগ্য মৃত পাথরগুলো সরানো হয়নি। তাছাড়াও যে রডের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তা এমপি সাহের অনুমতি নিয়ে বিশেষভাবে কাজ চলছে। পরবর্তীতে নতুন করে রড আনা হবে।
শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাদ্দাম হোসেন বালু ওয়াশ করা হয়েছে বলে দাবী করে জানান, নিয়মানুযায়ি কাজ করা হচ্ছে তবে নিম্নমানের পাথর সরিয়ে নেয়া হবে। তাছাড়া সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের নির্দেশে কালো পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বালু পাথর ও সিমেন্টের আনুপাতিক হার সঠিক না হওয়ার ব্যাপারে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনি খাতুন জানান, স্টেডিয়াম নির্মানে কোন দুর্ণীতি সহ্য করা হবে না। সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

বন্ধ কাজ পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে সাহিদুজ্জামান খোকন এমপির কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ শুরুর কারণে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পাথর ও বালু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানানোর পর কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। তবে যেহেতু রড গেঁথে তার কাজ শুরু করা হয়েছে সেটি পরিবর্তন সহজ নয় এবং পরে উন্নত মানের রড ব্যবহারের শর্ত দেয়া হয়েছে।

গাংনীতে পিকনিকের বাস উল্টে আহত ৩০

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে গাংনী উপজেলার তেরাইল নামক স্থানে পিকনিকের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নারী ও শিশুসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত ১২ জনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রুত গতিতে চলার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার পাশে উল্টে গেছে বলে স্থানীয়দের ধারণা।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রাম থেকে নারী, পুরুষ আর শিশু মিলে ৩৭ জন যাত্রী নিয়ে হাসান পরিবহন নামের একটি বাস (যার নম্বর মেহেরপুর জ -০৪-০০১৬) নাটোরে পিকনিকের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বাসটি দ্রুত গতিতে তেরাইল ডিগ্রি কলেজের কাছে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এসময় বাসটি সড়কের পাশে উল্টে পড়ে। বাসের ভেতর থাকা যাত্রীরা বাসের মধ্যে আটকে ছিলেন। বামন্দী ফায়ার সার্ভিসের একটি দল স্থানীয়দের সহায়তায় আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।
আহতদের মধ্যে রাজনগর গ্রামের একই পরিবারের চারজনসহ ১২ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসাধীন আহতরা হলেন- দেলোয়ার হোসেন (৩৫) ও তার স্ত্রী খাজিরন নেছা (৩০), মেয়ে সুমাইয়া (১০) ও সামিয়া (৫), একই গ্রামের জুই খাতুন (৭), জোবাইয়া (৪), লিমা খাতুন (২৯), পলি খাতুন (৪০) ও তার ছেলে সম্রাট (১৮), চামেলী খাতুন (৩০), মুক্তি খাতুন (২৯) ও সুরমান আলী (৪০)।

বামন্দী ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের টিম লিডার ইছাহাক আলী বলেন, বাস উল্টে যাত্রীরা আটকে পড়েছিলেন। বাস যাত্রীদের বেশিরভাগ আহত হয়েছেন। বাস ফেলে পালিয়ে গেছে চালক ও হেলপার।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার

আব্দুল্লাহ আল মারুফ জানান, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বাসটি হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে। বাসের চালকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

গাংনীতে সড়কে শৃঙ্খলার দাবিতে মানববন্ধন

“সড়কে দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যু, আমরা আর দেখতে চাই না” এই শ্লোগানে সড়কের শৃঙ্খলার দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১টার গাংনীর কাথুলী মোড়ে আইন সহায়তা কেন্দ্র ফাউন্ডেশন(আসক) এর উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

আসক সভাপতি রফিকুল ইসলাম পথিক এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম,কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হারুন অর রশিদ, সহ-সভাপতি গোলাম মহাম্মদ, করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিমছার আলী ও মাহাবুব।

মানববন্ধনে বক্তারা গাংনী উপজেলা শহরের ৩টি পয়েন্টে ট্রাফিক পুলিশী ব্যবস্থা,সড়কে অবৈধ যানবাহনের সুনির্দিষ্ট তালিকা তৈরি, যেসব যানবাহনের নেম প্লেট নেই তা নির্ণয় করে নাম্বার টানানোর ব্যবস্থা,রাস্তার পার্শে হাটবাজার উচ্ছেদ শহরের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ পূর্বক সড়কে পথচারীদের নিরাপদে চলাচল নিশ্চিত করা,১৮ বছরের নিচের বয়স এমন ছেলেদের দ্বারা মোটরসাইকেল চালনা নিষিদ্ধ করা।

একইসাথে গত ২৩ জানুয়ারি ড্রাম ট্রাকের চাপায় করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শামীমা ইসলাম কনা নিহতের ঘটনায় ট্রাকটি

শনাক্ত করে চালককে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

গাংনীতে ফেন্সিডিলসহ শিশু আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫০ বোতল ফেন্সিডিলসহ সাজিদ আলী (১৪) নামের এক ইজিবাইক চালককে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গতকাল শুক্রবার(০৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাকে আটক করে।আটককৃত সাজিদ আলী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মধ্যপাড়ার শাহাজামাল আলীর ছেলে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, উপজেলা রামনগর গ্রাম দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভবানীপুর ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই জহির রায়হান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ৫০বোতল ফেন্সিডিলসহ ইজিবাইক চালক সাজিদ আলীকে আটক করে। এসময়মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত ইজিবাইকটিতে তল্লাশি করে ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে ।

তিনি আরো জানান,আটককৃত সাজিদ আলীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা পূর্বক আদালতে পাঠানো হবে । সাজিদের ইজিবাইকটি জব্দ করা হয়।

গাংনীতে গ্রামীণ খেলাধুলা অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলা চেংগাড়া সরকারী প্রথামিক বিদ্যালয় নবম বার্ষিক শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতা শুক্রবার সকাল দশটা থেকে “যেমন খুশি তেমন সাজো” ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিন ব্যাপি প্লেট র্মাবেল উত্তোলন,ইট পায়ে হাটা,ঘরে

বাইরে,চেয়ারে বসা. গুপ্ত ধন,অংক দৌড়, বন্ধ চোখে হাসঁ ধরা,ডিগবাজী, বস্তার উপরে বসে বস্তায় টানাদৌড়,বালিতে ঝুলিয়ে বল নিক্ষেপ,গামলার ভিতরে বেলুন ফোঁটানো,পিঠে হাড়ি ভাঙ্গা,স্বামীর পেটে স্ত্রীর বল নিক্ষেপ,(স্বামী স্ত্রী) দড়ি টানাটানি,হাড়ি ভাঙ্গা,আস্তে আস্তে মটর সাইকেল চালোন,মেরুদন্ড শক্তির পরিক্ষা, তেলাক্ত কলা গাছ,বালিশ লড়াই, সাবানা মাখা প্রতিযোগিতা,অন্ধভাবে পথ চলা, এছাড়ও রয়েছে নতুন আকর্ষনীয় সব ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ খেলাগুলো স্মৃতি ধরে রাখার জন্য চেংগাড়া গ্রামের যুব সমাজ এই আয়োজন করেন।

শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতা পরিচলানা কমিটির জান মোহাম্মদ মিন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক,বিশেষ অতিথি ছিলেন ষোলটাকা ইউপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন(পাশা),সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান,গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা,গাংনী প্রেক্লাবের জ্যোষ্ঠ সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ,ষোলটাকার ছয় নং ওর্য়াড মেম্বর আবদø কুদ্দস প্রমুখ।

আয়োজক কমিটির সভাপতি জান মোহাম্মদ মিন্টু বলেন, গ্রামীন খেলা ধুলাকে ধরে রাখার জন্য এই খেলাধুলার আয়োজন। এই খেলা প্রতিবছর আয়োজন করি। কোভিড এর কারনে দুই বছর হয়নি। ১১ বছরে ধরে এই খেলাধুলা চালিয়ে আসেছেন চেংগাড়া গ্রামের লোকজন। দূর দুরন্ত থেকে এখানে খেলা উপভোগ করতে আসেন। বিভিন্ন বয়সের মানুষ তারা উপভোগ করে এবং আনন্দ পাই।

চেংগাড়া গ্রামের ইলাইহি বক্রা (৯৫)বছরে বৃদ্ধা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কন্ঠে জানান, গ্রামের খেলাধুলা নাম শোনে খুবই আনন্দ লাগলো আসতে কষ্টে হলে,আসতে পেরে খেলা দেখেতে পেরেছি এটাই অনেক আনন্দ। ,হরেক রকমের খেলাধুলা আমার খুবই পছন্দ বলে জানান।

গাংনী ফতাইপুর গ্রাম থেকে খেলা দেখতে আসা আব্দুল কুদ্দস আলী (৭৯) আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসে খেলাধুলা করে। আমাদের নাতিপুতিরা বাবা এই সব খেলাধুলার নামেই জানে না।

ফিল্টে বসে খেলা দেখার মজা আলাদা বলে জানান ষষ্ট শ্রেণীর শিক্ষার্থী চেংগাড়া গ্রামের খেলা দেখতে আসা মাইশা আক্তার জানান,গ্রামীণ খেলাগুলো দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। তাই হাড়াভাঙ্গা গ্রাম থেকে এসছি আহ! বাবা মা‘র শৈশব কাল কতই না

স্ন্দুর ছিলো। এটাও অনুভাব করছি আহরে কতো না সুন্দর ছিলো কিশোর আর শিশু কাল তাদের। গ্রাম বাংলার এ এক অপূর্ব নিদর্শন কালের গর্ভে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে এই খেলাধুলা,হারিয়ে যাচ্ছে শিশু দের দুরন্তপনা।

বক্তারা বলেন, আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলা গুলোর আজ বিলপ্তির পথে গ্রামীণ খেলাগুলো অস্তিত্ব খুজেঁ পাওয়াই কঠিন। আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া গ্রাম বাংলার খেলাধুলা আজ রুপকথার ন্যায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শতাধিক গ্রামীণ খেলাধুলার প্রচলন ছিলো। কালের বির্বতনে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। স্মার্টফোন, ল্যাপটপ,ডেস্কটপে ভিডিও,এসব খেলার কারনে গ্রামীণ খেলা গুলো বিলপ্তির পথে বলে মনে করেন

গাংনীর সিনিয়র সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশের ৫৭তম জন্মদিন পালন

০২ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সিনিয়ার সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ’এর ৫৭ তম জন্মদিন। এই দিনে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের কুঞ্জনগর গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন ।

পিতা মৃত আব্বাছ আলী ও মা মৃত মালেকা বেগমের সন্তান তিনি। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে চাকুরি শেষে আসেন সাংবাদিকতার এই মহান পেশায়। সমাজের নানা অসংগতি,দুর্নিতি,অনিয়মের বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছেন নির্দিধায়। সেত্যের সাথে সন্ধি করে মিথ্যার পরাজয়ে কাজ করেছেন পেশায় ২৮ বছর ।

সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত হয়ে স্থানীয় ও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতা করে চলেছেন বয়সের এ পর্যায়ে এসে। বেসরকারি টেলিভিশনেও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এখনো পেশাগত দায়িত্ব পালনে তারুন্যের ছাপ আছে শরীরে। চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক খাস খবর পত্রিকায় বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন

দির্ঘদিন। সেসময় নিষিদ্দ ঘোষিত লাল পতাকা,জনযুদ্ধ,কমিউনিষ্ট,পুর্ববাংলা এমন লোমহর্ষক সন্ত্রাসী বাহিনীদের বিরুদ্ধে জীবনের ঝুকি নিয়ে কলম চালিয়েছেন একের পর এক। লিখেছেন মানব হত্যার নানা গল্প। নিষিদ্ধ বাহিনীদের হাতে খন্ড খন্ড লাশের ছবিিও তুলেছেন। এভাবে জীবনের সব টুকু উজাড় করে দিয়েছেন মানুষের কল্যাণে। নিজের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানোর মত মফস্বল সাংবাদিকতা পেশায় থেকেও সব টুকু উজাড় করে দেয়ার চেষ্টা করা মানুষটি মজনুর রহমান আকাশ। লিখেছেন ব্যার্থ প্রেমের ছোট গল্প ও নানা ধরনের ছোট বই।

১৯৯৫ সালে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলাদেশের বার্তা পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন মজনুর রহমান আকাশ। গাংনী প্রেসক্লাবে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধায় গাংনী প্রেসক্লাবের কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করা হয়।

এ সময় গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদে দৌলা রেজা, সাবেক সভাপতি প্রভাষক রমজান আলীসহ প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ ও সিনিয়র সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশের সহকর্মীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন

গাংনীতে স্ত্রীর দাবীতে ব্যার্থ হওয়ায় নারীর বিষপান!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামে প্রবাস ফেরত এক ব্যাক্তির স্ত্রীর দাবীতে অনশন করে ব্যার্থ হওয়ায় বিষপান করে আত্নহত্যার চেষ্টা চালিছে বুলবুলি খাতুন (২৮) নামের এক নারী।

বৃহষ্পতিবার দুপুরে স্ত্রীর হিসেবে স্বীকৃতি না পেয়ে অভিমানে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বুলবুলি খাতুন গাংনীর আকুবপুর গ্রামের আব্দুর রহিমের মেয়ে। বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীণ রয়েছে বুলবুলি খাতুন।

জানাগছে, গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের শহিদুল ইসলামের তিন ছেলে মহন আলী,সুমন আলী ও মামুন। বড় ছেলে মহন আলী কৃষক,ছোট ছেলে মামুন চা দোকানদার ও মেজ ছেলে সুমন কাতার প্রবাসী। কাতার থাকা অবস্থায় মোবাইলে ঝগড়ার সুবাদে সুমনের প্রথম স্ত্রী এক কণ্যা সন্তানের জননী শ্যামলী খাতুন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্নহত্যা করে।

সুমনের ছোট ভাই মামুনের সাথে বুলবুলির ছোট বোন ফুলঝুরি খাতুনের(আপন খালাত ভাইবোন) সাথে বিয়ে হয়। সেই সুবাদে খালত ভাইবোন হিসেবে সুমন ও বুলবুলির সাথে কাতার থেকে মোবাইলে কথাবলাবলি হয় । এক পর্যায়ে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেড় মাস আগে সুমন কাতার থেকে বাড়ি চলে আসলে বুলবুলি সুমনকে বিয়ের কথা বলে।

সুমন বিষয়টি এড়িয়ে গেলে গত বুধবার সকালে সুমনের বাড়িতে স্ত্রীর দাবী নিয়ে বসে বুলবুলি। পরে সুমনের পিতা শহিদুল ইসলাম তার ভাইরা ভাই বুলবুলির পিতা আব্দুর রহিমকে খবর দিলে আকুবপুর থেকে কয়েকজন ব্যাক্তি সুমনের বাড়ি হিন্দা গ্রামে আসেন।তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের স্থানীয় ১নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নাজমুল হক খোকন,সাবেক মেম্বার জেকের আলী,করমদির গ্রামের ৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আব্দুল ওহাবসহ এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিদের উপস্থিতিতে গ্রাম্য সালিশ করেন।

গ্রাম্য সালিশের লোকজন বুলবুলির সাথে বিয়ের কাগজপত্র দেখতে চাইলে বুলবুলি খাতুন বিয়ের কাগজপত্র দেখাতে ব্যার্থ হন। সেই সাথে সুমন বিয়ের বিষয়টি অস্বীকার করেন । সুমনকে বিয়ে করতে বল্লেও সুমন তা প্রত্যাক্ষান করেন। এমন অভিমানে সালিশ থেকে চলে গিয়ে বিষপান করে বুলবুলি খাতুন। উপস্থিত লোকজন বুলবুলিকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর বিপদমুক্ত হন বুলবুলি। বর্তমানে তিনি গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

হিন্দা গ্রামের মোফাজ্জেল হোসেন জানান, বুলবুলির আপন ছোট বোনের সাথে বিয়ে হয়েছে সুমনের ছোট ভাই মামুনের। সুমন ও বুলবুলি আপন খালাত ভাইবোন। বুলবুলির এর আগেও দুই জায়গায় বিয়ে হয়েছিল। তার একটি কণ্যা সন্তান রয়েছে। সেসব স্বামীর সাথে বুলবুলির সংসার হয়নি। গত বুধবার সকালে হৈচৈ শুনে সুমনদের বাড়িতে গিয়ে দেখি বুলবুলি স্ত্রীর দাবী নিয়ে বসে আছে। পরে বুলবুলিদের গ্রামের লোকজন এস সালিশ করে। সালিশ শেষে বুলবুলি বিষপান করে।

ওই গ্রামের বুদ্ধ মোস্তফা জানান, সুমনের সাথে কি সম্পর্ক আছে তা জানিনা। তবে যে সম্পর্কই থাকুক না কেন তার কোন প্রমাণ না থাকায় সালিশে কোন বিচার করতে পারেনি। পরে শুনছি বুলবুলি খাতুন বিষ খেয়েছে।
সুমনের মা সাহেদা খাতুন জানান, বুলবুলি আমার সৎ বোনের মেয়ে। আমার তিনটি ছেলে,কোন মেয়ে নেই। বোনের মেয়ে হিসেবে সৎ বোন হেলেনার মেয়ের সাথে ছোট ছেলে মামুনের বিয়ে দিই। সুমন কাতার থাকা অবস্থায় তার স্ত্রী একটি মেয়ে রেখে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্নহত্যা করে মারা যায়। পরে সুমন কাতার থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। তার একটি মেয়ে আমি লালনপালন করে বড় করছি। আমার বোনের মেয়ে বুলবুলি বুধবার সকালে হঠাৎ আমাদের বাড়ি এসে সুমন বিয়ে করেছে বলে দাবী করে। সুমনও স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে আমরা আমার বোনকে মোবাইল করলে তারা এখানে এসে বিচারে বসে। বিচারে উপস্থিতিদের কাছে বিয়ে বা প্রেমের কোন প্রমাণ দেখাতে না পারলে তাকে আদালতের আশ্রয় নিতে বলে মড়লরা। এতে সে রেগে মরিচ ক্ষেতে দেয়া বিষ পান করে।

সুমনের পিতা শহিদুল ইসলাম জানান, তাদের মধ্যে যদি কোন সম্পর্ক থেকেই তবে আমার বিয়েতে কোন আপত্তি নেই। তবে বিয়ে না হলেও প্রেমের সম্পর্ক থাকতে পারে বলেও জানান তিনিসহ স্থানীয়রা।

ইউপি সদস্য সজরুল ইসলাম জানান, এর আগে বুলবুলি খাতুনকে আমাদের গ্রামে কখনও দেখিনি। বিয়ের কথা শুনিওনি। হঠাৎ বুধবার আমাকে বিষয়টি জানালে আমি বুলবুলির সাথে কথা বলি এবং তাদের পরিবারের লোকজনকে আসতে বলি । তাদের গ্রামের লোকজন আসলে আমরা আমদেও ওয়ার্ডেওর গন্যমান্য লোকজনকে নিয়ে সালিশে বসি। সেখানে বুলবুলির সাথে বিয়ের কাগজপত্র দেখতে চাইলে বুলবুলি তা দেখাতে পারেনি। এমনকি প্রেমের সম্পর্ক আছে কিনা তাও দেখায়নি। এদিকে সব বিষয় সুমন মেনে না নিলে তাকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আমরা বাড়ি চলে যায়। পরে শুনছি বুলবুলি বিষপান করেছে। একই কথা জানালেন করমদি গ্রামের ইউপি সদস্য আব্দুল ওহাব। তিনি বলেন, স্বামী হিসেবে যখন সে সমুনকে পাচ্ছেনা তখন একজন নারী হিসেবে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। আদালতে না গিয়ে বিষপান করেছে এটিও খুব দুঃখ জনক। এসব কারনে সামাজিক আচার বিচার উঠে গেছে এবং সালিশ করতে গিয়ে জনপ্রতিনিধিরাও বিপদে পড়ছে তাই আমি উঠে এসেছি।

বুলবুলি খাতুনের মা হেলেনা খাতুন জানান, সৌদি থাকালীণ সময়ে সুমনের সাথে বছর তিনেক আগে মোবাইল ফোনে বুলবুলির বিয়ে হয়। এর

মাস খানেক পর সুমন দেশে ফিরে আসলে বাওটের এক কাজীর বাড়িতে আবারো বিয়ের পিঁড়িতে বসে দুজন। স্বাভাবিক ভাবে দুজন ঘর সংসার করতে থাকে। বিয়ের দুমাস পর সুমন আবারো বিদেশে চলে যায়। এখন আমার মেয়েকে অস্বীকার করছে সুমন। এর সুষ্ঠ্য বিচার দাবী করেন তিনি।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, তিনি ঘটনাটি জানার জন্য পুলিশ পাঠিয়েছেন। এখন পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩ পালন উপলক্ষে র্যালী,আলোচনাসভা ও কুইজ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার(০২ ফেব্রুয়ারী) বেলা ১১ টার সময় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিললায়তনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) ।

‘ ‘নিরাপদ খাদ্য,সমিৃদ্ধি জাতি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি” এ প্রতিপাদ্যে পিকেএসএফ পরিচালিত পিএসকেএস দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে এদিন সকালে খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে একটি র্যালী বের হয়ে সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রউফ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উপ পরিচালক কামরুল আলমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপ খাদ্য পরিদর্শক মোঃ ফাহিম ফয়সাল ও ইবাদত খানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মোঃ লাল্টু ইসলাম।

সংস্থার কৃষি ইউনিটের কৃষি অফিসার মোঃ মোস্তফা রাব্বির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ নিরাপদ

খাদ্য ও স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে অলোচনা করেন। পরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণে কুইজ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীতায় ৪৭জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহন করে। প্রতিযোগীদের মধ্যে বিজয়ীদের হাতে পুরুস্কার প্রদান করেন অতিথিবৃন্দরা।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে পিঠা উৎসব

শুধু খাবার হিসেবেই নয় বরং লোকজ ঐতিহ্য এবং নারীসমাজের শিল্প নৈপুণ্যের স্মারক রূপেও পিঠা বিবেচিত হয়। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে পিঠা। প্রতি শীতেই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠা পুলির উৎসব। গ্রামীণ ঐতিহ্য ও নতুন প্রজন্মের কাছে হরেক রকমের পিঠার পরিচয় তুলে ধরতে মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব।

আজ বুধবার দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ উৎসবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা ২৩টি স্টল সাজিয়েছিলেন গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী শত রকমের বাহারী ও মুখরোচক পিঠা। ভোজন রসিকরাও এসে পিঠা খেয়ে নানা প্রশংসা করছেন। আর আয়োজকরা বলছেন প্রতি বছরই এমন আয়োজন থাকবে নতুন প্রজন্মের কাছে পিঠা পুলির পরিচিতির জন্য।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। গ্রামীণ লোকজ ঐতিহ্য নাম ছিল স্টল গুলোর। শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। শোভা পাচ্ছে- পিয়াসা, পাটি সাপটা, আন্দসা, চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ ১১১ ধরণের পিঠা সাজানো রয়েছে ২৩টি স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী রোকাইয়া খাতুন ও সুমাইয়া খাতুন জানান, পিঠা উৎসব পিঠা পুলির সাথে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়ার মাধ্যম। এ

আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মরা যেমন হরেক রকম পিঠার সাথে পরিচিত হতে পারছে তেমনি স্বাদ নিতেও ভুলছেন না। এমনি আয়োজন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করা উচিৎ। একই কথা জানিয়েছেন দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সিনথীয়া ও শাহানাজ ইসলাম।

পিঠা উৎসব উপভোগ করতে আসা স্কুল শিক্ষিকা জাকিয়া সুলতানা জানান, বিদেশী অনেক খাবার আমাদের দেশে জায়গা করে নিয়েছে। যার ফলে মায়েদের হাতের অনেক পিঠা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। প্রতিবছর পিঠা উসবের আয়োজন করা হলে নতুন প্রজন্ম দেশি পিঠায় পরিচিত হতে পারবে।

কলেজ শিক্ষিকা নিলুফার চৌধুরী জানান, গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে শীতকালে নানা ধরণের পিঠাপুলি তৈরী হয় প্রতিটি বাড়িতে। বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যে পিঠা-পুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বহুকাল ধরে। পিঠা উৎসবের আয়োজন এটি লোকজ ও নান্দনিক সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

পিঠা উৎসবে আসা অতিথি গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ অব্দুর রাজ্জাক জানান, অনেক পিঠার সাথেই আমাদের পরিচয় হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক পিঠার নাম জানা থাকলেও স্বাদ মনে নেই। আজকের এই পিঠা উৎসবে অনেক পিঠা খেয়ে ছোট বেলার অনেক স্মৃতিই মন করিয়ে দেয়। এভাবে শীতভর পিঠা উৎসব হোক গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারি অধ্যাপক বাংলা বিভাগ রমজান আলী জানান, ছোট বেলায় মায়েরদের হাতের পিঠা পুলির স্বাদে সময় কাটতো। শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পিঠাপুলি তৈরী করা হতো। জামাই আদর ও আত্নীয়তাও করা হতো মুখরোচক ও বাহারী পিঠা দিয়ে। এমন পিঠা উৎসব প্রতিবছরই করা হবে।

কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ খোরশেদ আলম জানান, শীতের শেষের দিকে হলেও আমরা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহি পিঠা নিয়ে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এ উৎসবে বিলুপ্তি হওয়া সহ নতুন নতুন পিঠা নিয়ে স্টল সাজানো হয়েছে। নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ পিঠা খেতে এসেছেন। আমাদের এই উৎসবে যারা এসেছেন তাদের দাবীর পেক্ষিতে প্রতিবছরই এমন বর্ণাঢ্য আয়োজন হবে। এছাড়াও উৎসবে পিঠা নিয়ে অংশ গ্রহনকারিদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হবে।

গাংনীতে বেদে যাযাবরদের হাতে পাখি নিধন, প্রশাসনের হস্থক্ষেপে বন্ধ

গাংনীর বিভিন্ন গ্রামে বহিরাগত বেদে যাযাবররা অস্থায়ী স্থাপনা গেড়ে প্রতিনিয়ত শিকার করছেন বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। পাখিদের শিকার করে মুখরোচক খাবার হিসেবে খাচ্ছে তারা। সকাল হলেই গুলতি নিয়ে পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়ছেন বেদে সম্প্রদায়ের লোকজন। গ্রামের বিভিন্ন বাগান ও বাড়ির আঙ্গিনার গাছে বসে থাকা পাখিদের জীবন দিতে হচ্ছে পাখিদের।

এতে এলাকা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে পাখি। বেদে যাযাবরদের অনেককেই গুলতি হাতে পাখি শিকারের চিত্র দেখা গেছে গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কের অভ্যন্তরে। পাখি শিকারের বিষয়টি স্থানীয়রা প্রশাসনকে জানালে তাৎক্ষনিক পাখি শিকার বন্ধ করে দেন উপজেলা প্রশাসন।

স্থানীয়রা জানান, কয়েকদিন আগে ভাটপাড়া কাজলা নদীর পাড়ে ডিসি ইকোপার্কের পার্শে ১০০ জনের একটি বেদে যাযাবরের দল স্থাপনা গেড়ে বসবাস শুরু করেন। সকালে যাযাবর সম্প্রদায়ের নারীদল বিভিন্ন তাবিজ ও গাছ গাছড়া বিক্রি ও সাপ খেলা দেখানোর জন্য উপার্জনে বের হন গ্রামে গ্রামে। যাযাবরদের অনেক পুরুষ গুলতি ও পাখি শিকারের নানা সরঞ্জাম নিয়ে বের হন পাখি শিকার কাজে। বন বাদার ও বিভিন্ন বাড়ির আঙ্গিনায় থাকা ঘুঘু,শালিক,বক শিকার করে নিয়ে আসেন। বিশেষ করে ইকোপার্কের অভ্যন্তরে শতবর্ষী অনেক গাছেই ঘুঘু শালিক বাসা বেঁধেছে। এসকল পাখিদের জীবন দিতে হচ্ছে বেদে যাযাবরদের হাতে। পাখি শিকারের বিষয়ে

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) মোছাঃ রনি খাতুনকে সংবাদ দেয়া হলে তাৎক্ষনিক ভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়ে বেদে যাযাবরদের শতর্ক করেন এবং পাখি শিকার বন্ধ করেন।

বেদে যাযাবরদের সর্দার আব্দুস সাত্তার জানান, পাখি শিকার বন্ধের বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষেধ করে গেছেন। আমি আমাদের এখানকার

সকলকে নিষেধ করেছি। এখন থেকে আর কোন ব্যাক্তি পাখি শিকার করবেনা।

সাহারবাটি ইউনিয়ন ভ’মি সহকারি কর্মকর্তা নুরুল হুদা জানান, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাখি শিকার বন্ধের জন্য আমাকে নির্দেশনা দেয়া হলে আমি তাৎক্ষনিক বেদে যাযাবরদের কাছে যায় এবং তাদের নিষেধ করলে তারা আর পাখি শিকার করবেনা বলে প্রতিশ্যতি দিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা পাখি সংরক্ষণ কমিটি (বার্ড ক্লাব) এর সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক জানান, পাখিদের অভায়াশ্রম না থাকায় জেলা থেকে অনেক পাখি বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে। পাখিদের প্রজননের যথাপোযুক্ত পরিবেশ না থাকায় পাখিরা তাদের বংশ বিস্তার করতে পারছেনা। ফলে যে পাখিগুলি আমাদের অঞ্চলে আছে সে পাখিদের রক্ষা করা প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ দায়িত্বে পাখি শিকারিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে পাখি শিকার বন্ধ হবে। বিশেষ করে বেদে যাযাবরা পাখি শিকার করলে তাৎক্ষণিক প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ রনি খাতুন (ভারপ্রাপ্ত) জানান, পাখি শিকার দন্ডনীয় অপরাধ। স্থানীয়রা আমাকে এবিষয়ে জানিয়েছেন। আমি তাৎক্ষনিক পাখি শিকার বন্ধের জন্য নিদের্শনা দিয়েছি। এর পরেও যদি কেউ পাখি শিকার করে তাহলে সে যেই হোক তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।